



সমাজের সার্বিক উন্নয়নে ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন

প্রেসিডেন্ট

বাসস : প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী সকল ক্ষেত্রে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নে ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

গতকাল (সোমবার) সকালে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রেসিডেন্ট চৌধুরী বলেন, 'ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক মূল্যবোধ জোরদার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উভয় ক্ষেত্রে আধুনিক অগ্রগতি লাভের জন্য আমাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন।'

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অধ্যাপিকা বেগজাদী মাহমুদ নাসির এবং জাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপিকা কুলসুম হুদা বক্তৃতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত

শিক্ষক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সমাবর্তন ভাষণ দেন।

সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি হচ্ছে দেশে মেয়েদের জন্য প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এবং নারী শিক্ষার অন্যতম পথিকৃত সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৯২ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরের বছর জানুয়ারী মাস থেকে কার্যক্রম শুরু করে।

ছাত্রীদের অভিভাবক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ডিগ্রী লাভকারী ছাত্রীদের শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রায় দুইশ' ছাত্রীকে এ অনুষ্ঠানে স্নাতকোত্তর এবং সম্মান ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

প্রেসিডেন্ট বলেন, পুরোপুরি যোগ্য নাগরিক হিসেবে ছাত্রীদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে

৫-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

প্রেসিডেন্ট

৫-এর পৃষ্ঠার পর।

ব্যবহারিক ও কারিগরী জ্ঞানসহ তাদের নৈতিক মূল্যবোধে বলীয়ান হওয়ার ওপর জোর দিতে হবে।

তিনি বলেন, একই সঙ্গে সুব্যবস্থা, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক এবং নিয়মতান্ত্রিক ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে।

অধ্যাপক চৌধুরী আশা প্রকাশ করেন, মেয়েদের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি ছাত্রীদের মধ্যে আধুনিক চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটাবে এবং এর পাশাপাশি তাদের মধ্যে দৃঢ় নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে ব্যাপক অবদান রাখবে।

সিডনিউইউ'র প্রথম ডিসি অধ্যাপিকা বেগজাদী বলেন, এই সমাবর্তন প্রতিষ্ঠানটির জন্য একটি মাইলফলক। প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরুর মুহূর্তে দেশ ও বিদেশের অনেকের কাছ থেকে সমর্থন ও উৎসাহ লাভ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের স্বপ্নের বাস্তবায়ন। সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি বিরাট অবদান রেখেছিলেন। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, শিক্ষা ব্যক্তিকে মানবিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি বলেন, শিক্ষিত ব্যক্তির সামাজিক অঙ্গীকার থাকতে হবে এবং সমাজের কল্যাণের জন্য জ্ঞান আহরণ ও তা বিতরণ করতে হবে।